প্রথম আলো

তারিখ AUG. 08 2006

শর্তসাপেক্ষে দাবি পূরণ

শিক্ষক সংগঠনগুলো দ্বিধাবিভক্ত

নিজস্ব প্রতিবেদক

শতভাগ বেতনের দাবি শর্তসাপেক্ষে মেনে নেওয়ার পর বেসরকারি শিক্ষক সংগঠনগুলো দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েছে। সরকার-সমর্থক শিক্ষক-কর্মচারীদের দুটি জোট ধর্মঘট প্রত্যাহার বা স্থগিত করলেও সরকারবিরোধী সংগঠনগুলো ধর্মঘট চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন মুখপাত্র *প্রথম আলোকে* বলেছেন, বেতন বাড়ানোর বিষয়টি সরকারের সিদ্ধান্ত হলেও শিক্ষার্থীর বেতন সরকারি কোষাগারে জমা দেওয়ার বিষয়টি এখনো চূড়ান্ত হয়নি। সরকার মনে করে, যেহেতু ১০০ ভাগ বেতন দেওয়া হবে, সেহেতু শিক্ষার্থীদের বেতনও সরকারি কোষাগারে দেওয়া উচিত। এ শর্ত দেওয়া হলেও কোন প্রতিষ্ঠানকে কতটুকু দিতে হবে, তা একটি নীতিমালার ভিত্তিতে ঠিক হবে।

এক মাস বন্ধ থাকার পর গতকাল

এরপর পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ১

শিক্ষক সংগঠনগুলো দ্বিধাবিভক্ত

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সোমবার থেকে বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো খুলতে শুরু করেছে। বিশেষ করে সরকার-সমর্থক শিক্ষক সংগঠনগুলোর প্রভাবিত স্কুল, কলেজগুলোতে ক্লাস শুরু হয়েছে। সরকারবিরোধী সংগঠনগুলো ধর্মঘট চালিয়ে যাওয়ার কথা বললেও বাস্তবে তা কঠিন হয়ে পড়েছে। লেখাপড়া শুরুর জন্য অভিভাবকদের চাপ, শিক্ষার্থীদের আগ্রহ এবং শিক্ষকদের দ্বিধাদ্বন্দ্বে খুব শিগগির শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো খুলে যাবে বলে সংশ্লিষ্টরা ধারণা করছেন।

শিক্ষক-কর্মচারী সমন্বয় পরিষদ শর্তযুক্ত ঘোষণার প্রতিবাদে কাল বুধবার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে মহাসমাবেশ ডেকেছে। গতকাল পরিষদ আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে সরকারের ঘোষণা প্রহসনমূলক ও প্রতারণামূলক উল্লেখ করে শিক্ষার্থীদের বেতন সরকারি কোষাগারে জমা দেওয়ার বিষয়টি প্রত্যাহারের দাবি জানানো হয়। সম্মেলনে ঐক্য পরিষদের চারজন আহ্বায়ক অধ্যক্ষ এম এ আউয়াল সিদ্দিকী, ড. ম আখতারুজ্জামান, প্রদীপ চক্রবর্তী, অধ্যক্ষ মো. শাহজাহান আলম সাজু উপস্থিত ছিলেন।

সরকার-সমর্থক শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোটের নেতারা গতকাল এক সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন, শিক্ষামন্ত্রী তার ঘোষণায় ১০ শতাংশ বেতন বাড়ানোর ঘোষণার সঙ্গে কোনো শর্ত দেননি, এ কারণেই শিক্ষক-কর্মচারীরা তা মেনে নিয়েছেন। '১০ শতাংশ বেতন বাড়ানোর সঙ্গে এ ধরনের শর্ত থাকলে আন্দোলন শুরুর ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। ঢাকা মেট্রোপলিটন স্কাউট ভবনে আয়োজিত এ সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন জোটের প্রধান সমন্বয়কারী মো. সেলিম ভূঁইয়া। উপস্থিত ছিলেন জোটের নেতা কাজী আব্দুর রাজ্জাক, অধ্যক্ষ মাহবুবুর রহমান মোল্লা, চৌধুরী মুগীসউদ্দিন মাহমুদ, জাকির হোসেন প্রমুখ।

'প্রতারণার ঘোষণা—মানি না, মানব না' স্লোগান দিয়ে জাতীয় শিক্ষক-কর্মচারী ফ্রন্ট গতকাল ঢাকা মহানগরসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করে। এ সময় বক্তারা বলেন, যারা আনন্দমিছিল করেছে তারা শিক্ষক-কর্মচারীদের প্রতিনিধি নয়, সরকারের দালাল। আজ মঙ্গলবার ফ্রন্টের প্রতিনিধি সভায় সরকারের ঘোষণা মূল্যায়ন করে কর্মপন্থা নির্ধারণ করা হবে।

শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোট নেতারা বলেছেন, এক মাসের মধ্যে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ১০ শতাংশ বেতন, জনবল কাঠামো, কর্মচারীদের চাকরিবিধিসহ অন্যান্য দাবি পূরণ হওয়ার অপেক্ষায় কর্মসূচি স্থগিত রাখা হয়েছে। জোটের এক মূল্যায়ন সভায় গতকাল এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। অধ্যক্ষ এম শরীফুল ইসলামের সভাপতিত্বে এ সময় বক্তৃতা করেন অধ্যক্ষ মাজহারুল হান্নান, অধ্যক্ষ রফিকা আফরোজ, মুহম্মদ জাহাঙ্গীর খান প্রমুখ।

বাংলাদেশ শিক্ষক-কর্মচারী সমন্বয় পরিষদ শিক্ষামন্ত্রীর ঘোষণা প্রত্যাখ্যান করে দালাল ও চাটুকারদের কর্মকাণ্ডে বিভ্রান্ত না হওয়ার জন্য শিক্ষক-কর্মচারীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে। গতকাল পরিষদের এক জরুরি সভায় এ আহ্বান জানানো হয়। অধ্যক্ষ রবিউল হকের সভাপতিত্বে সভায় অধ্যক্ষ আশরাফুল আলম, মহাসচিব শেখ আবদুস ছালাম, শহিদুল্লাহ মোল্লা প্রমুখ বক্তৃতা করেন।

বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি সরকারের ঘোষণাকে 'ওভারের ফাঁকি' বলে উল্লেখ করেছে। সমিতির সভাপতি মো. আবুল বাশার হাওলাদার ও সাধারণ সম্পাদক মো. নজরুল ইসলাম রনি এক বিবৃতিতে ধর্মঘট অব্যাহত রেখে ১২ আগস্ট কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে আয়োজিত মহাসমাবেশে যোগ দেওয়ার জন্য শিক্ষক-কর্মচারীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

শিক্ষক সমিতি (জয়নুল) সরকারের ঘোষণাকে প্রতারণা ও প্রহসন বলে আখ্যা দিয়েছে। মুহাম্মদ সাখাওয়াত হোসেন মল্লিকের সভাপতিত্বে সমিতির এক সভায় শর্তহীনভাবে শিক্ষকদের দাবি মেনে নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়।

জাতীয় শিক্ষক পরিষদের আহ্বায়ক অধ্যক্ষ মো. বদর উদ্দিন হাওলাদার এবং যুগ্ম আহ্বায়ক মো. নূরুল হক মোল্লা এক বিবৃতিতে বলেন, শর্তের বেড়াজালে ১০ শতাংশ বেতন বাড়ানোর পর ধর্মঘট প্রত্যাহার নয়, ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থে সাময়িক স্থগিত করা হয়েছে।

বেসরকারি স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠাতা ও